21 SEP 2005

প্রকাশ্যে ছাত্র হত্যা

দৈনিক জনকণ্ঠসহ অন্যান্য সংবাদপত্রের রিপোর্টে প্রকাশ, পুরনো ঢাকার সরকারী শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ ছাত্রদলের সভাপতি আরিফুল ইসলাম সোহাগ সন্ত্রাসীদের গুলিতে নিহত হয়েছেন। একই ঘটনায় গুলিবিদ্ধ হয়েছেন সাধারণ সম্পাদক সাকিল আহমেদ ফয়সাল। ঘাতকরা দুপুরে কলেজের ভেতর ঢুকে এই নির্মম হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই অস্ত্র উঁচিয়ে নির্বিঘ্নে পালিয়ে যায়। পুলিশ ও দলীয় নেতাকর্মীরা হত্যাকাণ্ডের মোটিভ সম্পর্কে নিশ্চিত করে কিছু বলতে পারেনি।

ছাত্র নেতা হত্যা নতুন ঘটনা নয়। প্রায়ই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অঙ্গ ছাত্র সংগঠনের নেতাকর্মীদের হত্যা করার খবর শোনা যায়। ফলে জনসাধারণ নিজেদের নিরাপত্তার ব্যাপারে সর্বদা উৎকণ্ঠিত হয়ে থাকে। কিন্তু সকল মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে না পারলে দেশের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন সম্ভব নয়। এ কথাটি বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার বুঝতে পারলে দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির এমন বেহাল দশা হতো না। জোট ২০০১ সালে ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নয়নের কথা বলে আসছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত তার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। অবশ্য র‌্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন অর্থাৎ র‌্যাব নামানোর পরে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির কালো মেঘের আড়ালে সূর্য উঁকি দিয়েছিল বলে মনে হয়েছিল। তবে ক্রসফায়ারের মতো শর্টকাট রাস্তায় সন্ত্রাস দমনের যে পথ সরকার গ্রহণ করেছিল তাও অকার্যকর প্রমাণিত হয়েছে। উপরন্তু বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের জন্য সরকার অভিযুক্ত হচ্ছে।

বর্তমানে দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়েছে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, পরিস্থিতি এমনই থাকবে। দুর্ভাগ্যজনক যে, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এবং সরকার দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি অবনতি হওয়ার কথা স্বীকার করে না। বরং তারা বলে থাকে যে, আইনশৃঙ্খলার উন্নতি হচ্ছে। অথচ জনগণ প্রতিদিনই বুঝতে পারছে, তাদের জীবন কতখানি অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। যে কোন মুহূর্তে সন্ত্রাসীদের হাতে যে কেউ নিহত হতে পারে। ছাত্র, চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী কেউই নিজেদের নিরাপদ ভাবতে পারছে না। কিছুদিন আগে দেশব্যাপী বোমা বিস্ফোরণের যে ঘটনা ঘটেছে তার পর থেকে জনসাধারণের মধ্যে ভয় ও আতঙ্ক অনেক বেড়ে গেছে। জানা গেছে, আইনশৃঙ্খলার রক্ষকদের কেউ কেউ বলে থাকে যে, কিছু যদি ঘটেও তাহলে তা বিচ্ছিন্ন ঘটনা। দেশের বিভিন্ন স্থানে বার বার সন্ত্রাসীরা হামলা চালিয়ে মূল্যবান মানবপ্রাণ বিনষ্ট করছে। এ ঘটনাগুলোকে কিভাবে বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলা হচ্ছে তা দেশবাসীর বোধগম্য নয়। দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের মুখে মানুষ আর কতদিন দায়িত্বহীন কথা শুনবে? প্রশ্ন হলো, পরিস্থিতির আর কত অবনতি হলে তাকে খারাপ বলা যাবে? সরকার বার বার উন্নয়নের জোয়ারের কথা বলছে। কিন্তু এভাবে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হতে থাকলে উন্নয়নের জোয়ার তো দূরের কথা সামান্য উন্নয়নও কি হবে? আমরা মনে করি, সমস্যাকে জিইয়ে না রেখে তা সমাধানের জন্য সরকারের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। তা না হলে জনগণ দু'চোখে অন্ধকার দেখতে থাকবে।